মেহেরপুরের বারাদির জাসদ নেতা আবু সিদ্দিক আর নেই

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের বারাদি- মোমিনপুর গ্রামের বাসিন্দা ও মেহেরপুর জেলা জাসদের সদস্য আবু সিদ্দিক ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

রবিবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে নিজ বাসভবনে হৃদযন্ত্রে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ওই গ্রামের মরহুম মোহাম্মদ আলীর বড় ছেলে এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা তালেব উদ্দিনের বড় ভাই।

কর্মজীবনে তিনি নাসির টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রিজ এর ম্যানেজার হিসাবে চাকরি জীবন শেষ করেন। ২০১০ সালে তিনি অবসরে নেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি তিনি জাসদের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি এক ছেলে এক মেয়ে জামাতা বৌমা নাতনি নাতি সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

এদিকে জাসদ নেতা আবু সিদ্দিকের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাজনৈতিক সহযোদ্ধা জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

তিনি এক শোক বিবৃতিতে বলেন, ছাত্র জীবনে আবু সিদ্দিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের মেহেরপুর কলেজ শাখার সাধার সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা জাসদের সদস্য ছিলেন। সদা হাস্যজ্জল মানুষটি বড্ড অসময়ে চলে গেলেন। সর্বদা বাম চিন্তাবে ধারণ করেই জীবন যাপন করতেন তিনি। এটি সাম্যের সমাজ, একটি নায্যতার ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার যে কোন রঢ়াইয়ে নিজেকে সম্পৃক্ত করতেন। তার এই মৃত্যুতে জেলা জাসদ গভীর শোক ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছে।

- বারাদি প্রতিনিধি

আবরার হত্যার বিচার বিভাগী তদন্ত দাবি ড. কামালের

গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, মত প্রকাশের কারণে কাউকে পিটিয়ে হত্যা সংবিধানের ওপরে আঘাত।

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে গণফোরাম আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি করেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার বিচারের দাবি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে গণফোরাম।

ড. কামাল হোসেন বলেন, আবরার হত্যার ‘তদন্ত করে সত্যিকারের ঘটনা উদঘাটন করতে হবে। এটা কোনো দলীয় বক্তব্য নয়। ১৬ কোটি মানুষের একজন হিসেবে আমি এই দাবি জানাচ্ছি’।

এ সময় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘লেজুড়বৃত্তি করা ছাত্ররাজনীতি আমরা কোনোদিনই চাই না। তবে স্বাধীন ছাত্ররাজনীতি থাকতে পারে’।

আবরার হত্যাকাণ্ডে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চান কিনা - এমন প্রশ্নের জবাবে ড. কামাল হোসেন বলেন, ‘বিচার বিভাগীয় তদন্তের সঙ্গে অন্যরাও থাকতে পারেন’।

দেশের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতিতে আপনার দলের সংসদ সদস্য পদত্যাগ করবে কিনা - জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘সেটা দলীয় ফোরামে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে’।

এ সময় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তারা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো আচরণ করছে। হলে হলে টর্চার সেল। বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা কলেজের হোস্টেলগুলোতে টর্চার সেল রয়েছে। টার্গেটে থাকা শিক্ষার্থীকে টর্চার করার আগে দেয়া হয় বিরোধী কোনো সংগঠনের তকমা। এটা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক, রাজনৈতিক ভণ্ডামি ও কৌশলী প্রতারণা।

অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেন, সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেশ ধ্বংসের মুখোমুখি। জনগণের মালিকানা ছিনতাই করে ক্ষমতা দখলের কারণে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যেতে বসেছে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা নেই। শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সব

অঙ্গ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক ন্যূনতম ব্যবস্থার পরিবর্তে কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ক্ষমতা যেখানে কেন্দ্রীভূত দুর্নীতির মহোৎসব সেখানে দৃশ্যমান। বর্তমান ভিন্নমত দমন, মিথ্যা মামলা, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, সভা-সমাবেশে বাধা-নিষেধ, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন তৈরির মাধ্যমে সরকার প্রকাশ্যে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করেছে। দেশে ক্যাসিনো সংস্কৃতি চলছে। মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই।
গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক আবু সায়ীদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য মেজবাহ উদ্দিন, মহসীন রশিদ, মোকাব্বির খান, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক লতিফুল বারি হামিম, ফরিদা ইয়াসমিন প্রমুখ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।
- নিজস্ব প্রতিনিধি